KNOW YOUR RIGHTS

As a Student

সারাংশ

- স্টেট বা প্রদেশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় আইনগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয় কিন্তু সাধারণত সেসব আইন অনুসারে স্কুল আপনাকে হয়রানি এবং বৈষম্য থেকে রক্ষা করবে।
- স্কুলে যেকোন পীড়ন বা হয়রানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার আপনার আছে, এবং অভিযোগ করা উচিত।
- শিক্ষার্থীদেরকে তাদের বক্তব্য এবং পরিচ্ছদের মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আপনাকে যদি স্কুলের এমন কোনো কার্যক্রমে অংশ নিতে হয় যা আপনার কাছে বৈষম্যমূলক মনে হয়, সিএআইআর-এর সাথে যোগাযোগ করুন।
- স্কুলে পীড়ন বা বৈষম্যমূলক ঘটনার বিরুদ্ধে সিএআইআর-এর কাছে রিপোর্ট করুন।

এই তথ্য আইনি পরামর্শ বিবেচনা করা উচিত নয়।

WWW.CAIR.COM

KNOW YOUR RIGHTS

As a Student

CAIR

Council on American-Islamic Relations

KNOW YOUR RIGHTS

দ্রষ্টব্য: নিম্নের অধিকারগুলো সরকারি স্কুলের জন্য এবং যারা সরকারী তহবিল পান তাদের জন্য প্রযোজ্য। আপনি যদি একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থী হন, সেক্ষেত্রে এ ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হলে আপনার স্থানীয় সিএআইআর-এর সাথে যোগাযোগ করুন।

পরিধান রীতিনীতি

+ আপনার হিজাব বা কুফী পরার অধিকার রয়েছে; আপনার স্কুলের একটি পরিধান রীতিনীতি বা ইউনিফর্ম থাকলেও আপনি আপনার পছন্দ অনুসারে নিজেকে ঢেকে রাখতে পারেন।
+ আপনি যদি স্কুলের এমন কোন কার্যক্রমের অংশীদার হতে না চান যেগুলো আপনাকে আপনার হিজাব সরাতে বাধ্য করবে বা আপনাকে এমনভাবে উন্মুক্ত করবে যা আপনার ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করে (যেমন, সাঁতার কাঁটা), সেক্ষেত্রে আপনার স্কুল অবশ্যই আপনার জন্য একটা ভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা করবে।
+ আপনি যদি এমন কার্যক্রমের অংশীদার হতে না চান যেগুলোতে বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির খুব কাছাকাছি যেতে হয়, আপনি একটি বিকল্প স্থানের (ভিন্ন কার্যক্রমের) দাবি জানাতে পারেন।
+ আপনার খেলাধুলায় অংশ নেয়ার সময় রক্ষণশীল খেলার পোশাক পরার অধিকার রয়েছে (যেমন, আপনার স্কুল আপনার সাঁতার কাটার উপযোগী রক্ষণশীল পোশাক পরার ধর্মীয় সিদ্ধান্তের জন্য আপনাকে সাঁতারের প্রতিযোগিতা হতে থামিয়ে রাখতে পারবে না।)

ছুটির দিন এবং প্রার্থনা

+ ধর্মীয় ছুটির দিনে স্কুলে অনুপস্থিত থাকার জন্য কোন স্কুল তার শিক্ষার্থীদের শাস্তি দিতে পারবে না। ঈদের ছুটির জন্য আপনাকে অগ্রিম ছুটি চেয়ে রাখতে হবে।
+ স্কুল দিবসে আপনি একা বা কয়েকজনের সাথে দলীয়ভাবে প্রার্থনা করতে পারবেন। সিএআইআর আপনাকে পরামর্শ দেয় যে, স্কুলের কার্যক্রম ও ক্লাসের সময়ের সাথে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় এরকম সময় প্রার্থনার জন্য বেছে নেওয়া উচিত।
+ স্কুলের তরফ থেকে একটি নির্দিষ্ট প্রার্থনা ঘর প্রদান করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু শিক্ষার্থীদেরকে প্রার্থনার উপযোগী কিছু স্থানে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।
+ আপনাকে হয়তো জুম্মাহ (শুক্রবারের প্রার্থনা) এর জন্য স্কুল ত্যাগ করতে অনুমতি দেয়া হবে, কিন্তু সেটা সব সময়ের জন্য নিশ্চিত নয়। এ বিষয়ে আপনাকে অবশ্যই স্কুলের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে।

পীড়ন এবং হয়রানি

স্টেট বা প্রদেশের ভিত্তিতে আইন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, তবে কিছু সাধারণ আইন স্কুলগুলোকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে:

+ স্কুল আপনাকে হয়রানি এবং বৈষম্য থেকে রক্ষা করবে,
+ ধর্ম, জাতি এবং জাতীয়তাভিত্তিক পীড়ন বন্ধ করবে এবং স্কুলকে অবশ্যই তাদের পীড়ন সংক্রান্ত নিয়মগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।
+ পীড়ন সংক্রান্ত অভিযোগগুলো তদন্ত করার পদ্ধতি থাকতে হবে। আপনি যদি একজন শিক্ষক বা বয়োজ্যেষ্ঠ কাউকে জানান যে আপনি পীড়নের শিকার হচ্ছেন, আপনাকে সাহায্য করার জন্য তাদরকে কোন পদক্ষেপ নিতে হবে।
+ স্কুল নিশ্চিত করবে যে, আপনি যেন পীড়ন বা হয়রানির রিপোর্ট করার জন্য বা আপনার ধর্মীয় কার্যক্রম চালনার অনুরোধের জন্য শাস্তি না পান।

পীড়ন কী?

+ কোন ব্যক্তি সামনাসামনি, চিরকুটের মাধ্যমে, টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে, বা অনলাইনে ই-মেইল বা অন্যান্য সামাজিক গণমাধ্যমের মাধ্যমে পীড়নের শিকার হতে পারে।
+ বিচ্ছিন্নতা থেকে শুরু করে মৌখিক অপমান থেকে শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত সবই পীড়ন হতে পারে, এবং সাধারণত একটা দীর্ঘ সময় ধরে এটা ঘটতে থাকে।
+ অনেকভাবে পীড়নের শিকার হতে পারে কোন ব্যক্তি, মুসলিম শিক্ষার্থী সম্মুখীন হন এমন কিছু সাধারণ সমস্যা হলো মাথার স্কার্ফ বা কুফী ধরে টান দেওয়া, ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা, ক্লাসরুমে ইসলাম নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করা, এবং শারীরিক নির্যাতন।